প্রথম আলো

তারিখ ....04 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...৩ ...কলাম...২...

৪/৫/২০১৬

আরও সহজ হলো পেনশন তোলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পেনশন সহজীকরণ আদেশ সংশোধন

সরকারি কর্মচারীদের পেনশন তোলার কাজ আরও সহজ করতে পেনশন সহজীকরণ আদেশ সংশোধন করেছে সরকার।

গত ৩০ এপ্রিল ছুটির দিন শনিবারের তারিখ দিয়ে গত সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগ এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। সংশোধনের পাশাপাশি পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজনও করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. শাহজাহান স্বাক্ষরিত নতুন প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি কর্মচারীদের পেনশন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্যে এটি জারি করা হয়। এতে আগের 'চাকুরে' শব্দের পরিবর্তে 'কর্মচারী' শব্দ সংযোজন করা হয়েছে।

অবসর-উত্তর ছুটিতে যাওয়ার ১১ মাস আগে 'অবসর-উত্তর ছুটিতে যাওয়ার অব্যবহিত আগের তারিখে' এবং 'চূড়ান্ত অবসর নেওয়ার অব্যবহিত আগের তারিখে' কর্মচারীরা যে বেতন পেতেন, তা উল্লেখ করে হিসাবরক্ষণ অফিস বা আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা একটি সনদ দিয়ে থাকেন কর্মচারীদের। সনদটির নাম প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ (এক্সপেক্টেড লাস্ট পে সার্টিফিকেট বা ইএলপিসি)।

পেনশন সহজীকরণ আদেশের ২.০৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে, নন-গেজেটেড কর্মচারীর ইএলপিসি হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিস্বাক্ষর করতে হবে। আদেশে এত দিন এই সময়সীমা ছিল না।

আদেশের ২.০৬ অনুচ্ছেদের শেষে একটি বাক্য সংযোজন করা হয়েছে, যা আগে ছিল না। বলা হয়েছে, পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীর কাছ থেকে পেনশন আবেদন পাওয়ার এক মাসের মধ্যে না-দাবি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করবে। ব্যর্থ হলে আবেদনকারীর কাছে কোনো দাবি নেই ধরে তাঁর পেনশন কেস নিষ্পত্তি করতে হবে।

ছুটি নগদায়ন মঞ্জুরি ও ভবিষ্য তহবিল স্থিতি আদেশ পেয়ে কর্মচারীদের বিল দাখিলের নিয়ম রয়েছে। ২.০৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রাপ্য ছুটির নগদায়নের অর্থ ১২ মাসের মূল বেতন থেকে বাড়িয়ে ১৮ মাসের করা হয়েছে।

হিসাবরক্ষণ অফিসের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের অগ্রিম তারিখের চেক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রধানের কাছে পাঠানোর নিয়ম রয়েছে। তবে এর অগ্রায়নপত্রের (ফরওয়ার্ডিং লেটার) অনুলিপি কর্মচারীকে দিতে হয়। হিসাবরক্ষণ অফিস কাজটি করতে না পারলে প্রতি কেসে দেরির কারণ দেখিয়ে সাত দিনের মধ্যে অর্থ বিভাগ ও হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে রেজিস্টার্ড এডি ডাকযোগে জানাবে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, রেজিস্টার্ড ডাকের পাশাপাশি জিইপি, ফ্যাক্স বা ই-মেইলে জানালেও চলবে।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন-বিষয়ক অনুচ্ছেদে নতুন দুটি বাক্য সংযোজন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী পুনঃ বিবাহে আবদ্ধ না হওয়ার শর্তে আজীবন পারিবারিক পেনশন পাবেন। তবে কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর পুনঃ বিবাহ না-করার অঙ্গীকারনামা দাখিলের শর্ত ৫০ বছরের বেশি বয়সী বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।'

ভবিষ্য তহবিলের সুদের সঙ্গে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিকেও (ইনক্রিমেন্ট) এবার যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যাঁরা ভবিষ্য তহবিলে জমা করা টাকার ওপর সুদ বা ইনক্রিমেন্ট নিতে চান না, সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের চাঁদা বা অনুদান দেওয়ার বিষয়টি পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করা হবে।

রাজস্ব খাতে স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের পেনশন পাওয়ার জন্য তাঁদের চাকরির বয়স ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর করা হয়েছে।